Contents

হাদীছ শরী'আতের স্বতন্ত্র দলীল

মূল : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী
অনুবাদ : মীযানুর রহমান

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.ahlehadeethbd.org

প্রকাশকের নিবেদন

ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল এটি সুস্পষ্ট দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম। কোন অস্পষ্টতা বা সংশয়ের অবকাশ এতে নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি তোমাদের মাঝে এমন একটি দ্বীন বা শরী'আত রেখে যাচ্ছি, যার রাত তার দিনের মতই উজ্জ্বল। আমার পরে একান্ত ধ্বংসকামী ব্যতীত এই দ্বীন ছেড়ে কেউই বক্রপথ অবলম্বন করবে না' *(ইবনু মাজাহ হা/৪৩)*। আর সুস্পষ্ট দলীল বা শরী'আতের মূল ভিত্তি হ'ল কুরআন এবং হাদীছ, যে দু'টির অনুসরণ মুসলিম উম্মাহ্র জন্য অপরিহার্য। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা এ দু'টি বস্তুকে আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। এক. আল্লাহ্র কিতাব এবং দুই. রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ *(মুওয়াত্ত্বা হা/৩; মিশকাত হা/১৮৬)*। যিনি নিজেকে মুসলিম হিসাবে দাবী করবেন, তার জন্য অপরিহার্য কর্তব্য হ'ল কুরআন ও হাদীছকে শিরোধার্য হিসাবে গ্রহণ করা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে এতদুভয়ের অনুসরণ নিশ্চিত করা। যদি কোন মুসলমান নীতিগতভাবে এই বিষয়টি স্বীকার না করে, তবে নিঃসন্দেহে সে পথভ্রষ্ট হবে এবং ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে কোন দ্বিমত নেই।

প্রাথমিক যুগে ছাহাবী এবং তাবেঈগণ রাসূল (ছাঃ) থেকে প্রাপ্ত হাদীছসমূহ নিঃশর্তভাবে অনুসরণ করতেন, যদি বর্ণনাকারীগণ ধীশক্তিসম্পন্ন এবং ন্যায়পরায়ণ হতেন। তারা হাদীছের উপর আমল করার ক্ষেত্রে এমন কোন পার্থক্য করতেন না যে হাদীছটির বিষয়বস্তু আক্বীদাগত নাকি আহকামগত। তারা এমন কোন শর্তারোপ করতেন না যে, হাদীছটি একজন বর্ণনা করেছেন নাকি একটি বড় সংখ্যক দল বর্ণনা করেছেন। বরং বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত হ'লে তথা বিশ্বস্তসূত্রে রাসূল (ছাঃ)-এর কোন হাদীছ পেলেই তারা হাদীছটিকে আবশ্যকভাবে আমলযোগ্য মনে করতেন। কিন্তু পরবর্তী যুগসমূহে মুসলিম সমাজে যখন যুক্তিবিদ্যা এবং গ্রীক দর্শনের প্রাদুর্ভাব ঘটে, তখন এমন কতিপয় দল-উপদলের সৃষ্টি হয়, যারা হাদীছের মধ্যে এই পৃথকীকরণ শুরু করে। বিশেষতঃ আক্বীদাগত ক্ষেত্রে তারা খবর ওয়াহিদ তথা একক সূত্রে বর্ণিত হাদীছকে আমলযোগ্য নয় বলে মত পোষণ করতে থাকে। শুধু তাই নয়

ক্ষুদ্র একটি দল তো গোটা হাদীছ শাস্ত্রকেই অস্বীকার করে বসে এবং আক্বীদা ও আহকাম কোন ক্ষেত্রেই হাদীছ শরী'আতের কোন দলীল নয় মর্মে ঘোষণা করে। পূর্বযুগে এই দলটি কেবল তার আবির্ভাবকাল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকলেও বর্তমান যুগে বিশেষত সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যে পুনরায় এই ধারণার উদ্ভব হয়েছে এবং তা যথেষ্ট বিস্তৃতিও লাভ করেছে। আর এর পশ্চাতে প্রতিনিয়ত জ্বালানী সরবরাহ করে চলেছেন প্রাচ্যবিদ অমুসলিম গবেষকগণ। ফলে এক শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে এ বিষয়ে যথেষ্ট বিভ্রান্তি তৈরী হয়েছে।

অন্যদিকে ফিকহী মাযহাবগুলোও বিভিন্ন যুক্তিভিত্তিক ক্বিয়াসী মূলনীতি তৈরী করার মাধ্যমে অনেক হাদীছ পরিত্যাগ করেছে, যা কি না মুহাদ্দিছদের মূলনীতিতে ছহীহ বলে সাব্যস্ত। পরবর্তীতে তাক্বলীদী বেড়াজালে আবদ্ধ একশ্রেণীর মাযহাবী ওলামায়ে কেরামও তাক্বলীদের নামে নিজেদের মতবিরুদ্ধ হাদীছগুলোর উপর আমল পরিত্যাগ করেছেন। যা প্রকারান্তরে হাদীছের প্রতি তাদের অনাস্থারই বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) এই বিভ্রান্তি থেকে মুসলিম সমাজকে সতর্ক করার জন্য ১৯৭২ সালে স্পেনের গ্রানাডায় অনুষ্ঠিত এক ছাত্র সম্মেলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ও সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। পরবর্তীতে তাঁর এই বক্তব্যকে লিখিত রূপ দেয়া হয়। পুস্তিকাটির গুরুত্ব বিবেচনায় 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' বাংলা ভাষায় অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকার *(মার্চ-ডিসেম্বর ২০১৮ খৃ.)* সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে এটি প্রকাশিত হয়। 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী'র সাবেক ছাত্র, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি এবং বর্তমানে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি গবেষণারত মীযানুর রহমান বইটি সাবলীলভাবে অনুবাদ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' গবেষণা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত ও পরিমার্জিত হওয়ার পর বইটি প্রকাশ হতে যাচ্ছে। বইটি প্রকাশের সাথে জড়িত সকলের প্রতি আন্তরিক মোবারকবাদ রইল। আল্লাহ আমাদের সকলের নেক প্রচেষ্টা সমূহকে কবুল করুন। আমীন!

-পরিচালক
গবেষণা বিভাগ

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা :

কুফরী ও ভ্রষ্টতার প্রবল স্রোত মুসলিম উম্মাহ্র উপর ছড়ি ঘুরাতে এবং তাদেরকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করতে সদা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নব্য জাহিলিয়াতের দোসররা তাদের সাধনা অব্যাহত রেখেছে এবং সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম উম্মাহকে তাদের আক্বীদা-বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন করার এবং তাদের জীবন দর্শন হ'তে ইসলামী আদর্শকে উপড়ে ফেলার লক্ষ্যে নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য সঞ্চয় করছে। এতদসত্ত্বেও ঘটনা সমূহের পর্যবেক্ষকগণ উজ্জ্বল আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন। এক্ষেত্রে নতুন নতুন স্রোতধারা গাত্রোত্থানের চেষ্টা করছে এবং ঐ সর্বগ্রাসী স্রোতকে দমনের পথ তালাশ করছে, যাতে সেই স্রোতকে পশ্চাতে ঠেলে দিয়ে এর ভয়াবহ পরিণতি ও কুফল হ'তে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করতে পারে।

সেই কাঙ্খিত জাগরণের দৃষ্টান্তই হ'ল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এই কুঁড়ি ও প্রস্ফূটিত ফুলসদৃশ মুসলিম ও মুমিন যুবকরা, যারা জীবনের চক্ষু উন্মীলিত করার পর কিছু দাঈ ও সমাজ সংস্কারকের আহ্বানে ঘুমন্ত অবস্থা থেকে জাগ্রত হয়েছে। নিজেদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ ও আত্মরক্ষার চেতনা জাগ্রত করেছে এবং জাগিয়ে তুলেছে ধর্মীয় অনুভূতি ও গর্বিত মানসিকতা। দীর্ঘ পশ্চাৎপদতার পর তারা জাতিকে জাগিয়ে তোলার এবং শত্রুতা ও বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে নিজেদের রক্ষার চেষ্টা করে যাচ্ছে। সে লক্ষ্যে তারা নিষ্ঠার সাথে ও নির্ভয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। কিন্তু অচিরেই তারা যেটা দেখছে যে, তারা যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে আছে। দীর্ঘ পথ চলা ও কঠোর পরিশ্রম করার পরও তারা যেখান থেকে আন্দোলন ও জাগরণ শুরু করেছিল ঠিক সেখানেই আবার ফিরে এসেছে। এজন্য তারা আফসোস করে ও বিচলিত হয়ে পড়ে। তাদের কেউ কেউ হতাশ হয়ে বসে পড়ে। আবার অন্যরা নতুন উদ্যমে চেষ্টা করে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং কাজ করে। কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতার ফল পূর্বের চেয়ে তেমন ভাল কিছু বয়ে আনে না। আগের চেয়ে উত্তম বিশেষ কিছু অর্জিত হয় না। এভাবেই বরাবরই একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে।

হ্যাঁ, এটিই হ'ল বর্তমান যুগে অধিকাংশ দাঈর অবস্থা। যাদের দশা এমন যে, তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, ধ্বংস, বিভ্রান্তি ও অস্পষ্টতা, বিশৃঙ্খলা ও অপরিণামদর্শিতা এবং নিষ্ফল প্রচেষ্টার মধ্যে নিমজ্জিত। তারা সঠিক পথ নিজেরাও জানে না এবং এমন দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকদের দ্বারা সঠিক পথ খুঁজেও নেয় না, যারা তাদেরকে কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা থেকে রক্ষা করবে ও গোলকধাঁধা হ'তে মুক্ত করবে। আর তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে, তাদের কর্মসমূহকে উপকারী ও সন্তোষজনক ক্ষেত্রে কাজে লাগাবে, যা তাদেরকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিবে ও কাঙ্খিত লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে সহায়ক হবে।

বস্তুতঃ কিতাব ও সুন্নাতের রাস্তা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন সঠিক পথ নেই। এ দু'টিকে বুঝতে হবে সালাফে ছালেহীনের মানহাজ অনুসারে, সে অনুযায়ী আমল করতে হবে এবং সেদিকেই দাওয়াত দিতে হবে। এদু'টির নির্দেশনার ওপর অবিচল থাকতে হবে। কিতাব ও সুন্নাতের অনুসারী আলেমগণ, এ দু'টি অনুযায়ী একনিষ্ঠ আমলকারীগণ ও এর হেদায়াতের আলোকে হেদায়াতপ্রাপ্তরা ব্যতীত দক্ষ পথপ্রদর্শক আর কেউ নেই।

এপথ অনুসরণ না করেই কিছু মুসলিম যুবক ইসলামকে বিজয়ের পানে পৌঁছাতে ও মুসলিমদের মর্যাদা রক্ষার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করে। ঐ সমস্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শকের সহযোগিতা ছাড়াই ইসলামী আন্দোলনসমূহও কাঙ্খিত লক্ষ্য বাস্তবায়নের ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন। অফুরন্ত প্রশংসা, দয়া, মহান করুণা ও নে'মত কেবল তাঁরই। তিনি আমাদের জন্য একজন যথাযোগ্য আলেম সৃষ্টি করেছেন, যিনি প্রকৃত অর্থে সালাফে ছালেহীন ও সুপথপ্রাপ্ত ইমামগণের অন্তর্ভুক্ত। তিনি আমাদেরকে কিতাব ও সুন্নাতের জ্ঞানের পথ দেখিয়েছেন। লোকেরা যে বিষয়ে মতভেদ করেছে, সে বিষয়ে সত্য ও সঠিক পথ আমাদেরকে স্বীয় অনুকম্পায় আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে দেখিয়েছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণীতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মূল্যবান গুপ্তধন ও মণি-মাণিক্য সম্পর্কে তিনি আমাদেরকে অবহিত করেছেন। ফলে আমরা ক্লান্তি-পরিশ্রান্তির দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আজ প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির

সুশীতল ছায়া অনুভব করতে পেরেছি। আমরা দীর্ঘকালের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা ও বিপথগামিতার পর আত্মতৃপ্তি ও সঠিক বুঝ লাভে সক্ষম হয়েছি। তাই আমরা মনে করি, উম্মতের সাধারণ মানুষ, বিশেষতঃ মুসলিম যুবকদের প্রতি আমাদের অবশ্য কর্তব্য হ'ল, তাদেরকে সেই কল্যাণের পথ দেখানো, যে পথ মহান আল্লাহ আমাদেরকে দেখিয়েছেন। সেই সাথে তাদেরকে গোলকধাঁধা ও ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে সহযোগিতা করা। আল্লাহ তা'আলাই চিরন্তন তাওফীক দাতা।

এলক্ষ্যে আমরা যখন কোন উপকারী জ্ঞান এবং অবশ্যপাঠ্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবগত হই, তখন সর্বাত্মক চেষ্টা করি তা মুসলিম সমাজের নিকট পেশ করার, যাতে তাদের সামনে ইসলামের সত্যিকারের শিক্ষা সহজবোধ্য ও নিষ্কলুষভাবে এবং দলীলভিত্তিকভাবে উপস্থাপন করা যায়। এতে জ্ঞানান্বেষীদের বড় বড় গ্রন্থসমূহ মন্থন করে জ্ঞান আহরণ করার প্রয়োজনীয়তা দূর হবে এবং সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণাদি পেয়ে তারা সন্তুষ্ট বোধ করবে। এছাড়া ধ্বংসপরতা, মতভেদ ও বিশৃংখলা হ'তেও তারা দূরে থাকতে পারবে। ফলে তাদের মাঝে চিন্তার ঐকতান সৃষ্টি হবে। আর এভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য তারা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা প্রচেষ্টা চালাতে সক্ষম হবে এবং সারাবিশ্বে ইসলামের শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তুলতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

আমরা চাই এ সমস্ত কিতাব ও পুস্তিকার মাধ্যমে বিশুদ্ধ ইলমী জাগরণ শুরু হোক এবং ইসলামের দাঈদের জন্য এগুলি শক্তিশালী চিন্তার ভিত্তি গড়ে দিক। এজন্যই আমরা এগুলিকে ইসলামী চিন্তাবিদ ওলামায়ে কেরাম ও মুমিন দাঈদের নিকট পেশ করছি, যাতে এ বিষয়ে তারা গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রকাশ করতে পারেন ও সুচিন্তিত দিকনির্দেশনা দিতে পারেন। আমরা এ লক্ষ্যে সকল প্রকার গঠনমূলক সমালোচনাকে স্বাগত জানাই এবং সমালোচকগণকে কৃতজ্ঞচিত্তে বরণ করি এবং সেটিকে আমাদের সংগ্রাম সফল করার ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত ও কার্যকরী অংশগ্রহণ হিসাবে মনে করি। আমাদের পরিপক্কতা অর্জনের সোপান হিসাবে সেটাকে মনে করি। তবে আমরা মনে করি, প্রত্যেকটি সমালোচনা লিখিত হোক বা প্রকাশিত হোক তাতে নিম্নোক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকা আবশ্যক:

১. ইখলাছ তথা তা একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই হ'তে হবে। সমালোচকের উদ্দেশ্য হ'তে হবে হক-এর সন্ধান পাওয়া ও নছীহতের অপরিহার্য দায়িত্ব পালন করা।
২. সমালোচনা হ'তে হবে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও বুঝের আলোকে, যা আল্লাহ্র কিতাব ও নবীর সুন্নাতের মত দ্বীনের দু'টি মৌলিক ও সুস্পষ্ট রুকন ভিত্তিক হবে।
৩. সমালোচনা ইসলামী মহান আদর্শ ও বস্তুনিষ্ঠ ইলমী পদ্ধতিতে হ'তে হবে, যা খ্যাতি লাভ, অন্যকে অবজ্ঞা করা, বোকা বানানো ও মূর্খতা প্রমাণ করার মত হীন উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত হবে। আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাই। তবে যে সীমালঙ্ঘন ও যুলুম করে এবং দুর্ব্যবহার ও মিথ্যারোপ করে তার ব্যাপারটা ভিন্ন।

'আল-হাদীছু হুজ্জাতুন বিনাফসিহী ফিল-আক্বায়েদ ওয়াল-আহকাম' (الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام) শীর্ষক যে পুস্তিকাটি আমি আজ পেশ করছি তা আমাদের উসতায আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) সংকলিত। এটি মূলত বর্তমান খৃষ্টীয় স্পেনের (যার পূর্বনাম ছিল আন্দালুস) গ্রানাডা নগরীতে ১৩৯২ হিঃ সনের রজব মাস মোতাবেক ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে 'মুসলিম ছাত্রদের ঐক্য' শীর্ষক সম্মেলনে প্রদত্ত একটি ভাষণ।

সম্মানিত লেখক এখানে সুন্নাত, এর মর্যাদা ও প্রামাণ্য দলীল হওয়া সম্পর্কে একজন মুসলমানের সঠিক অবস্থান কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি পুস্তকটিকে চারটি অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে ইসলামে সুন্নাতের মর্যাদা, সুন্নাতের দিকে ফিরে যাওয়া মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন এবং এটিকেই শারঈ বিষয়ে বিচারিক মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা ও এর বিরোধিতা করা হ'তে সতর্ক করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরবর্তীদের সুন্নাতের বিরোধিতা করার নানা অপচেষ্টা এবং এজন্য তারা যে সকল ক্বিয়াস ও উছূল বা মূলনীতি তৈরী করেছে এবং এগুলির কারণে সুন্নাতকে দেয়ালে ছুঁড়ে ফেলেছে তা বাতিল হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন।

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৬ষ্ঠ সংস্করণ (২৫/=)। ২. ঐ, ইংরেজী (৪০/=)। ৩. আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস)। ২৫০/= ৪. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=)। ৫. ঐ, ইংরেজী (২০০/=)। **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১৫০/=)। **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১২৫/=)। **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৫৫০/=। **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩৭০/=)। **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **১৩.** তিনটি মতবাদ, ৩য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=)। **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=)। **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=)। **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১ম ভাগ) (৩০/=)। **২২.** ঐ, (২য় ভাগ) (৪০/=)। **২৩.** ঐ, (৩য় ভাগ) তাজবীদ শিক্ষা (৪০/=)। **২৪.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ, ৪র্থ প্রকাশ (১০/=)। **২৫.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (২০/=)। **২৬.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=)। **২৭.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, ২য় প্রকাশ (২০/=)। **২৮.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=)। **২৯.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=)। **৩০.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৬ষ্ঠ সংস্করণ (৩৫/=)। **৩১.** তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩২.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=)। **৩৩.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **৩৪.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩৫.** হিংসা ও অহংকার (৩৫/=)। **৩৬.** বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনু: (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=)। **৩৭.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনু: (আরবী)-শায়খ আলবানী (১৫/=)। **৩৮.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনু: (আরবী)-আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (৩৫/=)। **৩৯.** জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/=)। **৪০.** ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?, ২য় প্রকাশ (১৫/=)। **৪১.** মাল ও মর্যাদার লোভ (১৫/=)। **৪২.** মানবিক মূল্যবোধ, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৪৩.** কুরআন অনুধাবন (২৫/=)। **৪৪.** বায়‘এ মুআজ্জাল (২০/=)। **৪৫.** মৃত্যুকে স্মরণ (৩৫/=)। **৪৬.** সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী (৩০/=)। **৪৭.** আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা, অনু: (ইংরেজী) -মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব (৪০/=)। **৪৮.** অছিয়ত নামা, অনু: (ফার্সী) -শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) (২৫/=)। **৪৯.** ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, ২য় সংস্করণ (৪৫/=)। **৫০.** তাফসীরুল কুরআন ২৬-২৮ পারা (৩৫০/=)। **৫১.** তাফসীরুল কুরআন ২৯তম পারা (২৫০/=)। **৫২.** এক্সিডেন্ট (২০/=)। **৫৩.** বিবর্তনবাদ (২৫/=)। **৫৪.** ছিয়াম ও ক্বিয়াম (৬৫/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ, ৬ষ্ঠ প্রকাশ (১০/=)। **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো‘আ, ৩য় সংস্করণ (৪৫/=)। **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=)। **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=)। **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনু: (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান

(১৮/=)। **৪.** ইসলামী পরিবার গঠনের উপায় (৪০/=)। **৫.** মুমিন কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে (৩৫/=)। **৬.** ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার (২৫/=)। **৭.** আত্মীয়তার সম্পর্ক (২০/=)।

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৪০/=)। ২. শিশুর ইংরেজী (৩০/=)। ৩ শিশুর গণিত (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনু: (আরবী) -ড. নাছের বিন সোউলায়মান (৩০/=)। **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনু: (আরবী) - মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=)। **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৪.** মুনাফিকী, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৬.** আল্লাহ্র উপর ভরসা, অনু: - ঐ (৩০/=)। **৭.** ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনু: - ঐ (৫৫/=)। **৮.** ইখলাছ, অনু: -ঐ (২০/=)। **৯.** চার ইমামের আক্বীদা, অনু: (আরবী) -ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস (২৫/=)। **১০.** শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা, অনু: (আরবী) - আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (২৫/=)। **১১.** আত্মসমালোচনা (৩০=)। ১২. তাছফিয়াহ ও তারবিয়াহ অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (২০/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=)। ২. শারঈ ইমারত, অনু: (উর্দূ) ২৫/=। ৩. এক নযরে আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমল, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (২৫/=)। ৪. ইসলামের দৃষ্টিতে মুনাফাখোরী, মজুদদারী ও পণ্যে ভেজাল (৫০/=)।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=)। **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

লেখিকা : শরীফা খাতুন ১. বর্ষবরণ (১৫/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)। **২.** যুবকদের কিছু সমস্যা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **৩.** ইসলামে তাক্বলীদের বিধান, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৩০/=)।

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ১. বিদ'আত ও তার অনিষ্টকারিতা, অনু: (আরবী) - মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **২.** জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা, অনু: ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী (৩০/=)।

অনুবাদক : তানযীলুর রহমান ১. আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা, অনু: (উর্দূ) -মাওলানা আবু যায়েদ যমীর (৩০/=)।

অনুবাদক : মীযানুর রহমান ১. হাদীছ শরী'আতের স্বতন্ত্র দলীল অনু : (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (৪৫/=)। **আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১.** জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (৩০/=)। **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৬৫/=)। **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৪.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৫.** দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৬.** ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/=। **৭.** ঐ, ১৮তম বর্ষ ৮০/=। **৮.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **৯.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১০.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (তৃতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১১.** সাধারণ জ্ঞান (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **১২.** সাধারণ জ্ঞান (দ্বিতীয় ভাগ) (৩০/=)। **১৩.** সাধারণ জ্ঞান (তৃতীয় ভাগ) (৪০/=)।

১৪. সাধারণ জ্ঞান (চতুর্থ ভাগ) (৪০/=)। **১৫.** ছালাতের মধ্যে পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। এতদ্ব্যতীত প্রচারপত্র সমূহ এযাবৎ ২১টি।